Islami Ain O Bichar
Vol. 14, Issue: 54
April–June, 2018

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. ও তাঁর ফিকহী রচনাবলি : একটি পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ

Dr. Abdullah Jahangir Rh. and His Fiqhi Literature
A Methodological Analysis

Meer Monjur Mahmood*

ABSTRACT

Among those intellectuals who have been responsible for disseminating true Islamic knowledge through da'wah in Bangladesh, Dr. Abdullah Jahangir is the most prominent among them. He strove to formulate his timely vision and bring about unity among Muslims of the Ummah through his sincere and unique efforts and love for the Muslim Ummah. He stressed upon following the middle path in all aspects of Islam in human life. This article discusses his life, his thought and the various aspects of his philosophy and vision. Due to the unavailability of any books or prior articles discussing his life and visions, this article relies on the interview method to gather information. At the same time, it also uses the deductive process. This research concludes that Dr. Abdullah Jahangir was an intellectual of many talents. The mission of his life was Muslim unity and to dispel all extremist practices in favour of a middle path approach in life based upon the Quran and pure Sunnah.

Keywords: Abdullah Jahangir; as-sunnah trust; pure sunnah; islamic unity; middle path.

সারসংক্ষেপ

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে সহীহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দাওয়াহ প্রচার-প্রসারে যেসব মনীষী অনবদ্য অবদান রেখেছেন ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. তাঁদের মধ্যে প্রাতস্মরণীয়। নিজস্ব পদ্ধতিতে আন্তরিকতার সর্বোচ্চ অবস্থান থেকে উম্মতের দরদী হয়ে তিনি মুসলিম ঐক্যের চিন্তা করেছেন এবং এ বিষয়ে পেশ

* Dr. Meer Monjur Mahmood is a professor of Islamic Studies, Asian University of Bangladesh, Dhaka. email: monjur.nubd@gmail.com

করেছেন যুগোপযোগী দর্শন। মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে ইসলাম পরিপালনে তিনি মধ্যপন্থার উপর জোর দেন। তাঁর রচনাবলিতে এর স্পষ্ট ছাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ মহান মনীষীর জীবন, তাঁর চিন্তা ও দর্শনের বিভিন্ন দিক এবং তাঁর ফিকহী রচনাবলি সম্পর্কে আলোচনার উদ্দেশ্যে এ প্রবন্ধ প্রণীত হয়েছে। এ সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ বা লেখা না থাকায় প্রবন্ধটি প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ নির্ভর করা হয়েছে সাক্ষাতকার পদ্ধতির ওপর। সাথে সাথে অবরোহ পদ্ধতিরও প্রয়োগ করা হয়েছে। গবেষণা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, ড. শায়খ আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক মনীষী, যার জীবনের মিশনই ছিল ইসলামী ঐক্য ও সব ধরনের কট্টরপন্থার বিলোপ সাধন করে মধ্যপন্থার ভিত্তিতে কুরআন ও বিশুদ্ধ সুন্নাহর আলোকে জীবন পরিচালনা।

মূলশব্দ: আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর; আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট; বিশুদ্ধ সুন্নাহ; ইসলামী ঐক্য; মধ্যমপন্থা।

ভূমিকা

প্রফেসর ড. খোন্দকার আ ন ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. অতি পরিচিত একটি নাম। অতি অল্প সময়ে বাংলাদেশের আনাচে কানাচে তিনি পরিচিতি লাভ করেছিলেন। বরং এ দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও সমাদৃত হয়েছেন স্বনামে। তাঁর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, তিনি উম্মাত তথা কালেমায় বিশ্বাসী প্রত্যেক মানুষকে নিয়ে ভাবতেন। তবে এ দেশের মানুষের মুক্তিতে নিজের পক্ষ থেকে বিশেষ কোন ফর্মূলা তাঁর ছিল না। বরং তিনি এ উম্মাতের সকল সমস্যার সমাধানের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সুন্নাতের আলোয় উদ্ভাসিত জীবনের মাঝে। সে জন্য তিনি নিজেকে আগে প্রস্তুত করেছিলেন- নীরবে, নিভৃতচারীর মত করে। আর নিরলসভাবে কাজ করে গেছেন, কেবলই কুরআন এবং সুন্নাহকে সামনে রেখে। সব্যসাচীর মত একাধারে লিখেছেন, বলেছেন, তালিম দিয়েছেন, মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সামর্থ্যের মধ্যে। তাঁর প্রিয়জনেরা পাশে দাঁড়িয়েছেন আর্থিক, শারীরিক এবং মানসিক সাহায্য নিয়ে, আর তিনি তাঁদের মাঝে জ্ঞানের আলো বিতরণ করেছেন অকাতরে। সারাক্ষণ কাজের মাঝেই থাকতে চেষ্টা করতেন। কাজে ব্যস্ত থাকতেন ভীষণ কিন্তু সাক্ষাৎপ্রার্থীদের তাঁকে পেতে মোটেই কষ্ট হতো না। তিনি সকলের জন্য সহজলভ্য ছিলেন অন্য সকল ব্যস্ত মানুষদের মাঝে। তিনি ব্যতিক্রম ছিলেন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং বাস্তবায়ন করার পদ্ধতিতে।

ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কলম ধরেছেন। তাঁর রচিত মৌলিক ও অনূদিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ ও নিবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। প্রতিটি লেখায় তিনি ইসলামের সৌন্দর্যকে উপস্থাপন করছেন আধুনিক অথচ সহজ-সরল পদ্ধতিতে। অত্র প্রবন্ধে তাঁর

রচিত ফিকহী গ্রন্থ, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে তাঁর অনুসৃত পদ্ধতি তুলে ধরা হয়েছে।

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

প্রফেসর ড. খোন্দকার আ ন ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. বর্তমান ঝিনাইদহ জেলার সদর উপজেলার নরসিংহপুর গ্রামে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মরহুম খোন্দকার আনোয়ারুজ্জামান ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। সন্তান হারানোর বেদনায় বিমূঢ় অথচ চরম ধৈর্যশীল স্নেহময়ী মা বেগম লুৎফুন্নাহার এখনও জীবিত আছেন। তাঁর বাবা অত্যন্ত ধার্মিক এবং একজন সজ্জন ব্যক্তি হিসেবে এলাকায় পরিচিত ছিলেন।[১] তাঁর বাবার সংসারে আর্থিক প্রাচুর্য না থাকলেও চলাচল একেবারে খারাপ ছিল না। তাই ছোটবেলা থেকেই তিনি নিখাদ ইসলামপ্রিয় একটি পরিবারে বেড়ে উঠেন। এলাকাবাসীর কাছে এক সময়ের মেধাবী এবং ধার্মিক তরুণটি কর্মজীবনে এসে দেশের তাওহীদী চেতনা প্রচার-প্রসারে নিরলস খাদিম হিসেবে পেলেন, আর দেশ-বিদেশে অবস্থানকারী বাংলাভাষী মুসলমানদের কাছে নীরবে-নিভৃতে অতি প্রিয় মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। মরহুমের অধিকাংশ এলাকাবাসী, সহকর্মীগণ তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বুঝতে পারেননি যে, তিনি কত মানুষের প্রিয়পাত্র ছিলেন, কত মানুষ তাঁর ক্ষুরধার লেখা, সাবলীল বক্তব্যে জীবন পরিবর্তনের অঙ্গীকার নিয়ে তাঁর একান্ত অনুরাগীতে পরিণত হয়েছেন, যার কিয়দংশ মরহুমের জানাযার সালাতে দেখা গেছে। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. তাঁর প্রিয় কর্মস্থল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সকলের প্রিয়ভাজন একজন আদর্শ শিক্ষক ও সহকর্মী ছিলেন। তিনি আমৃত্যু ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত খতীব, কেন্দ্রীয় ঈদগাহের ইমাম ছিলেন। একজন নিষ্ঠাবান দায়ী ইলাল্লাহ হওয়ার সাথে সাথে শিক্ষাবিস্তারের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ কাজেও সামর্থ্যের মধ্যে মনোনিবেশ করতেন। তাঁর বাবার ৩ কন্যা এবং একমাত্র পুত্র সন্তান ছিলেন তিনি। তিনিও

১. পঞ্চম শ্রেণী পাশের পর ড. জাহাঙ্গীর তৎকালীন ঝিনাইদহ সিদ্দিকীয়া মাদরাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। সে প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখার অবস্থা খারাপ থাকা এবং দেশের মাদরাসা শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে শঙ্কিত হয়ে তাঁর শিক্ষক ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের পরামর্শে তিনি ঝিনাইদহ মডেল স্কুলে (বর্তমানে সরকারি স্কুল) পড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। কিন্তু তাঁর বাবা বলেন, প্রতিষ্ঠানের অবস্থা যত খারাপই হোক- দেশে একটি ছেলেও যদি মাদরাসায় পড়ে, তবে সেটি হবে তুমি। এরপর তিনি বাবার ইচ্ছাপূরণে সামনে এগিয়েছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ইচ্ছাই এখানে জয়ী হয়েছে। [সূত্র: জনাব জাহাঙ্গীর র.-এর প্রবাস জীবন এবং তৎপরবর্তী সময়ের খুব ঘনিষ্ঠজন এবং বর্তমানে আস-সুন্নাহ ট্রাস্টের সেক্রেটারি জনাব আব্দুর রহমান সালাফী]

মৃত্যুকালে মা, স্ত্রী ফাতেমা আফসানা, ৩ মেয়ে, দুই জামাতা[২] এবং ১ পুত্র[৩] সন্তান রেখে যান। তিনি উপমহাদেশের সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক এবং দীনের মহান খাদেম ফুরফুরার মরহুম পীর মাওলানা আবুল আনসার মো: আব্দুল কাহ্হার সিদ্দিকীর রহ.-এর অন্যতম খলিফা এবং সেজো জামাতা ছিলেন। এ মহান দায়ী নিজ প্রাইভেট কারে ঢাকা যাওয়ার পথে মাগুরা শহরের পারনান্দুয়াল এলাকায় (৩ নং ব্রিজ) মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় ১১ মে ২০১৬ বুধবার আনুমানিক সকাল ৮টায় ইন্তেকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

শিক্ষা জীবন

ড. খোন্দকার আ ন ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. ঝিনাইদহ শহরের ভুটিয়ারগাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। এরপর ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন ঝিনাইদহ সিদ্দিকিয়া মাদরাসায় (বর্তমান কামিল মাদরাসা)। সেখান থেকে ১৯৭৩ সালে দাখিল, ১৯৭৫ সালে আলিম এবং ১৯৭৭ সালে ফাযিল শ্রেণী পর্যন্ত পড়ালেখার পর ভর্তি হন দেশের প্রাচীনতম এবং ঐতিহ্যবাহী দীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মাদরাসা-ই-আলিয়া ঢাকাতে। ১৯৭৯ সালে হাদীস বিভাগ থেকে কামিল শ্রেণীতে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় ৮ম স্থান দখল করে মেধার স্বাক্ষর রেখে দেশের আঙ্গিনায় পড়ালেখা শেষ করেন। এরপর ২ বছরকাল শিক্ষকতার পর উচ্চতর শিক্ষার জন্য সাউদী সরকারের বৃত্তি নিয়ে চলে যান। সেখানে বিশ্বখ্যাত ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সউদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, রিয়াদ থেকে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে অনার্স, মাস্টার্স এবং পিএইচ. ডি ডিগ্রী অর্জন করেন। তিনি সেখানে ১৯৮৬ সালে অনার্স, ১৯৯২ সালে মাস্টার্স এবং ১৯৯৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং সে বছরই তিনি দেশে চলে আসেন। অধ্যয়নকালে বর্তমান সৌদি বাদশার হাতে দু'বার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রের পুরস্কার লাভ করেন। অধ্যয়ন এবং কর্মজীবনের প্রায় ১৭ বছর সেখানে অবস্থান করেন। রিয়াদে পিএইচ. ডি গবেষণাকালে তিনি পবিত্র কুরআন মুখস্থ করেন।[৪] পড়ালেখা শেষে প্রবাস জীবনের আকর্ষণীয়

২. বড় জামাতা ড. মুহাম্মদ মুহীবুল্লাহ কলেজে অধ্যাপনা করেন এবং মেজো জামাতা মুহাম্মদ নূরে আলম। (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের শিক্ষক এবং বর্তমানে সাউদী আরবের আল-ইমাম মুহাম্মদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত)

৩. ছেলে উসামা খোন্দকার বর্তমানে সাউদী আরবের আল-ইমাম মুহাম্মদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স শ্রেণীতে পড়াশোনা করছেন।

৪. ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সূত্রে জানা- রিয়াদের বাসা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাতায়াতে প্রতিদিন তাঁর সময় লাগতো ৪০-৪৫ মি। সে সময়কে নষ্ট না করে তিনি কুরআন মুখস্থ করতেন। প্রত্যেক পারার পৃথক খণ্ড হাতে নিয়ে যাতায়াত করতেন এবং মুখস্থ করতেন। একেক পারা মুখস্থের জন্য গড়ে এক মাসের

হাতছানিকে উপেক্ষা করে দেশে ফিরে এসেছিলেন দীনের খিদমাতের জন্য। আল্লাহ তায়ালা তাঁকে অল্প সময়ের মধ্যে সে কাজ করারও সুযোগ দিয়েছেন।

উল্লেখ্য, মরহুম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. মাগুরা সোহরাওয়ার্দী সরকারি কলেজ থেকে ১৯৮০ সালে এইচ এস সি পরীক্ষা দিয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড, যশোর থেকে মেধা তালিকায় স্থান লাভ করেছিলেন।[৫]

দেশে বিদেশের শিক্ষকবৃন্দের কয়েকজন

মরহুম মিয়া মুহাম্মদ কাসেম ও বায়তুল মুকাররমের সাবেক খতীব মরহুম উবায়দুল হক র.। রিয়াদে অধ্যয়নকালে শায়খ বিন বাজ, শায়খ বিন উসায়মিন, শায়খ আল জিবরিন, শায়খ আল ফাউজানসহ বিশ্ববরেণ্য ইসলামিক স্কলারগণের নিকট সরাসরি শিক্ষালাভের সুযোগ পান। তবে তিনি প্রায়শই বলতেন, জীবনের শুরুতে বাবা তাঁকে আলিম হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়ে ছিলেন আর পরিণত বয়সে তাঁর সম্মানিত শ্বশুর তাকে লেখক ও দায়ী হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য সবসময় প্রেরণা যোগাতেন।

বিদেশ গমন

মরহুম ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. বিভিন্ন সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, আন্তর্জাতিক কন্‌ফারেন্স উপলক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেন। তন্মধ্যে ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, লিবিয়া ও তুরস্ক উল্লেখযোগ্য।

কর্মজীবন

দেশে-বিদেশে বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ড. খোন্দকার আ ন ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. কাজ করেছিলেন। তাঁর গোটা কর্মজীবন ছিল শিক্ষকতা এবং দীনি দাওয়াহ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত। এর বাইরে তিনি কখনই কোনো পেশা গ্রহণের চেষ্টা করেননি। তিনি সর্বপ্রথম ১৯৭৯ সালে কামিল পাশের পর নিজ জেলা ঝিনাইদহ শহর থেকে ৬ কি মি দূরে অবস্থিত নূরনগর দাখিল মাদরাসায় (বর্তমানে ফাযিল মাদরাসা) সহকারী শিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। সেখানে ২ বছর পাঠদান করেন। এরপর শিক্ষাবৃত্তি নিয়ে সাউদী আরব চলে যান। তিনি রিয়াদে অধ্যয়নকালে বরাবর-ই দাওয়াহ কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থেকেছেন। রিয়াদে অবস্থানকালীন ১৭ বছর তিনি একাধারে অধ্যয়ন এবং পাশাপাশি দাওয়াহ কাজ, খণ্ডকালীন চাকুরির সাথে জড়িত ছিলেন। যেমন, Teacher of Arabic Language for Non Arabs and Head of the Dept. of Education and Translation in the

যাতায়াতের সময় ব্যয় হয়েছে। এভাবে তিনি পুরো আলকুরআনুল কারীম মুখস্থ করেন। হাফেজ হিসেবে তাঁর বাড়ীর মসজিদে মাঝে মাঝে তারাবীর সালাতের ইমামতি করতেন।

[৫]. তিনি সে বছর কৃতি ছাত্র হিসেবে তৎকালীন প্রেসিডিন্টের সাথে নৌবিহারে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

Cooperative Office for Call & Guidance in North Riyadh, সাউদী আরব। এখানে তিনি ৪ বছর অর্থাৎ ১৫/১০/১৯৯৩ থেকে ৩১/১০ ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত কাজ করেন। একই অফিসে Islamic preacher and delivered lectures and lessons in Bangla, English & Arabic about Islamic doctrine and comparative religion বিষয়ে কাজ করতেন।

সাউদী আরব থেকে দেশে ফিরে আসার পর ১৯৯৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগে প্রভাষক হিসেবে আবার কর্মজীবন শুরু করেন। সর্বশেষ ইন্তেকালের দিন পর্যন্ত একই বিভাগের প্রফেসর পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিকহ বিভাগে খণ্ডকালীন শিক্ষক হিসেবেও কাজ করেছেন। ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সাথে সাথে পাকশী মাদরাসা, ফুরফুরা দরবার এবং ঢাকায় দারুস সালাম মাদরাসা, মিরপুর-এ শায়খুল হাদীস হিসেবে ১৯৯৮ সাল থেকে নিয়মিত সহীহ বুখারীর দারস দিতেন।

বহুমাত্রিক অবদান

বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী প্রজ্ঞাবান এই আলেমে দীন পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছিলেন। আর ঈমানের দাবী পূরণে ইখলাসের সাথে ধারাবাহিকভাবে নিরলস শ্রমদান করাকে নিজের জন্য অপরিহার্য করে নিয়েছিলেন। সে জন্য অধ্যাপনার পাশাপাশি অনেক কাজের সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন। তাঁর এই সকল সম্পৃক্ততা ছিল উম্মার প্রয়োজন নির্ভর। তিনি কোনো কাজই নিজের খেয়াল বা শখের বশবর্তী হয়ে করেননি। আর এ সচেতনতা অবলম্বন তিনি করতেন প্রত্যেকটি কাজের ক্ষেত্রে। মুখে বলতেন, উম্মাতের কী লাভ হবে এ কাজটি করলে? সাধারণভাবে তাঁর গৃহীত কর্মসূচিগুলো পর্যালোচনা করলেই এ সত্যটি বেরিয়ে আসবে। নিম্নে কয়েকটি তুলে ধরা হলো-

এক অনন্য দায়ী ইলাল্লাহ

দীনের দায়ী হিসেবে কাজ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয। একজন মুসলিম তার কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষের কাছে দীন তুলে ধরবে। ইসলাম এ কাজকে সর্বোচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছে। ড. জাহাঙ্গীর এই লোভনীয় অথচ কষ্টকর কাজটিকে নিজের জন্য সজ্ঞানে বেছে নিয়েছিলেন, গোটা জীবনের সাধনা দিয়ে একজন সফল দায়ীর বাস্তব নমুনা হতে চেষ্টা করেছেন। আমার বিবেচনায় তাঁর বড় পরিচয় তিনি একজন দায়ী ইলাল্লাহ ছিলেন। আর তাঁর সকল কর্মপ্রচেষ্টা ছিল দাওয়া কার্যক্রমকে ফলপ্রসূভাবে এগিয়ে নেয়ার উপলক্ষ মাত্র। নিরলসভাবে দাওয়াহ কাজে দেশের আনাচে-কানাচে ছুটে বেড়িয়েছেন দীনের এই খাদেম। তিনি এ দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে দীনের মহান বাণী পৌঁছে দেয়ার তামান্না নিয়ে কাজ করতেন। তবে

একটু ভিন্ন পদ্ধতিতে। এখানেই অন্য আর দশ জন দায়ীর সাথে তাঁর কিছু পার্থক্য ছিল। তিনি কেবলমাত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসনির্ভর দাওয়াহ কাজ করতেন। শ্রোতাদের লক্ষ্য করে প্রায়শই বলতেন, "আমি গল্প জানি না, মনেও থাকে না। তাই একটু ধৈর্য ধরে আমার কথাগুলো শুনবেন। আমি আপনাদের লাভের কথা বলবো।" মুখে বলতেন, আর হাতে দিয়ে আসতেন তাঁর নিজেরই লেখা জ্ঞানগর্ভ বইগুলো -যার ছত্রে ছত্রে কুরআন-সুন্নার আলো দীপ্তিমান, আর প্রতিটি শব্দ যেন পরম দরদভরা একান্ত আহবানের সমষ্টি।[৬]

তাঁর দাওয়াহ কাজ প্রাধনত দু শ্রেণীর মানুষের মাঝে পরিচালিত ছিল। প্রথমত: সাধারণ মুসলমানদের মাঝে দীনের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরা এবং শিরক-বিদআতমুক্ত জীবন গঠনের প্রয়াস চালানো, দ্বিতীয়ত: সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধর্মান্তকরণের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা। এ বিষয়ে তিনি সবচেয়ে বেশি চিন্তিত ছিলেন। আর সে জন্য জীবনের সর্বশেষ কাজটি করেছেন এ বিষয়ের উপরে। তিনি অনেক সময়ই বলতেন, নব্বই ভাগ মুসলমানের দেশে একজন মুসলিম ঈমানহারা হয়ে যাবে, ধর্মান্তরিত হবে এর জন্য আমরা আল্লাহর কাছে কী জবাব দেবো? উম্মাতের এ সদস্যদের ঈমান রক্ষার জন্য আমাদের অনেক কিছু করার আছে। তিনি এ কাজকে নিজের ঘর গোছানোর অপরিহার্য কাজ বলে মনে করতেন। অন্য ধর্মের অনুসারীদের প্রতি কোনোরূপ রাগ-অনুরাগ প্রকাশ করা নয়, বরং তাদের সাথে ইসলামের উদারতার মহান শিক্ষাকে অনুসরণ করেই তা করতে বিশ্বাস করতেন। মুসলমানদের আন্তঃকলহকে যেমন হারাম মনে করতেন, তেমনি ভিন ধর্মের মানুষের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয়টিও একই জ্ঞান করতেন।

ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.-এর লেখা ও বক্তব্যগুলো আমাদের জন্য তাঁর জীবন ও দর্শন সম্পর্কে জানার সবচেয়ে মূল্যবান এবং নির্ভরযোগ্য উৎস। তিনি আজীবন লালিত চিন্তা-বিশ্বাসকে গ্রন্থবদ্ধ করেছেন। আর বাস্তব জীবনে তার অনুসরণ করেছেন। আমরা বিভিন্ন উৎস থেকে আহরিত তথ্য থেকে তাঁর অনুসৃত দাওয়াহ পদ্ধতিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করতে পারি। প্রথমত: দারস ও তালীম, দ্বিতীয়ত: লেখা এবং গবেষণা, তৃতীয়ত: আলোচনা ও বক্তব্য, চতুর্থত: বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি পালন, পঞ্চমত: তাযকিয়ার প্রচেষ্টা । বিষয়গুলোকে একটু বিস্তারিতভাবে বলা যায় এভাবে-

প্রথমত, দারস ও তালীম: আমরা জেনেছি তিনি পেশা হিসেবে শিক্ষকতাকে বেছে নিয়েছিলেন। সারা জীবন নিয়মানুবর্তিতা এবং নিষ্ঠার সাথে ব্যয় করেছেন এ কাজে।

[৬] তাঁর লেখা ইখলাসপূর্ণ হওয়ায় পাঠকের কাছে একটি ভিন্ন আবেদন তৈরি করে- এটি প্রবন্ধকারের অনেকের কাছ থেকে তাদের একান্ত অনুভূতি থেকে উপলব্ধি করেছেন।

সহজ-সাবলীল ভাষায় উপস্থাপিত তাঁর দারসগুলো উদাহরণ এবং দলীলে থাকতো সমৃদ্ধ। দারসের সময় কথা বলতেন হাসিমুখে এবং চরম ধৈর্য সহকারে। কাউকে দোষারোপ করা বা কোনো মত-পথের বিরুদ্ধবাদিতা নয়, বরং দলীল দিয়ে দরদভরা মন নিয়ে বিকল্প মতামতগুলো ইতিবাচকভাবে তুলে ধরতেন। সাথে নিজের মত থাকলেও তা বলতেন। তাঁর আলোচনায় সাধারণভাবে নতুন নতুন তথ্য জানা যেতো, সূত্র জানা যেতো, আধুনিক ও প্রাচীন গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারের পরিচয় জানা যেতো, সেই সাথে জীবন ও সমাজে তা বাস্তবায়নের একটি নির্দেশনাও থাকতো। নির্দোষ হাস্য-রসের কৌশলও জানা যেতো। নিজে যেমন পড়ুয়া এবং গবেষণাপ্রেমী সুলেখক ছিলেন, তেমনি ছাত্রদেরকে সেভাবে গড়তে সচেষ্ট ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদেরকে মূল কিতাবমুখি করা এবং শিক্ষার আলোকে জীবন গড়ার জন্য আহবান করতেন। তিনি নিজের গড়া দীনের মৌলিকগ্রন্থের বিশাল সংগ্রহশালা ছাত্রদের জন্য উন্মুক্ত রেখেছিলেন। অনেক সাধারণ পাঠকও সেখান থেকে উপকৃত হয়েছেন। তাঁর কথাবার্তা, আচরণ স্বভাবসুলভভাবেই ছিল একজন আদর্শ শিক্ষকের মত। তিনি মানুষকে যা শেখাতেন, মানুষেরা তাঁর মধ্যে তা দেখতে পেতেন-এ বিরল দৃষ্টান্ত বর্তমান সময়ে পাওয়া খুবই দুঃষ্কর। ব্যক্তি জীবনে কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান আহরণ ও বিতরণ কাজ একই সাথে করেছেন, যেমন একটি মোমবাতি তার জ্বলা ও গলার মাঝে আলোক বিতরণের কাজটি অব্যাহত রাখে। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. যেমন বিনয়, সরলতা, সততা, নিষ্ঠা, জ্ঞানসাধনা, জ্ঞান বিতরণ নেশা, সহজলভ্যতা- এগুলো তাঁর পাঠ্যবিষয়ে কীভাবে ছিল আমি জানি না। তবে ছাত্ররা তাঁর চারিত্রিক মাধুর্যের মধ্য দিয়ে এ বিষয়ে বাস্তব শিক্ষাগ্রহণ করেছিল। মোট কথা, তাঁর দারস ও তালীমের মাঝে প্রত্যেকে জ্ঞাননির্ভর উন্নত মানুষ হওয়ার নির্দেশনা পেতো।

দ্বিতীয়ত, লেখা এবং গবেষণা: ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ দিকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বিরামহীনভাবে লেখার সাধনা করেছেন। তিনি সমকালীন সমাজের মানুষকে অনুধাবন করেছেন খুব নিকট থেকে এবং নিবিড়ভাবে। তাদের প্রয়োজনকে নিখুঁতভাবে উপলব্ধি করেছেন। আর সে জন্য তাদেরকে যা বলতে চেয়েছেন, সে বিষয়েই কলম ধরেছেন। বাংলা, ইংরেজি এবং আরবীতে তাঁর মূল্যবান গ্রন্থ, প্রবন্ধসমূহ দেশ-বিদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[৭] মৃত্যুকালে অপ্রকাশিত প্রায় ৫০ টি পাণ্ডুলিপি এবং সম্ভাব্য লেখার বিষয় রেখে গেছেন। মুসলমানদের মাঝে শিরক ও বিদআতমুক্ত তাওহীদী চেতনাকে সমুন্নত করা এবং সুন্নাহর আলোয় জীবনকে

[৭] তাঁর প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গ্রন্থ এবং প্রবন্ধের একটি হাল-নাগাদ তালিকা এ প্রবন্ধের পরিশিষ্টে দেয়া হয়েছে।

উদ্ভাসিত করার আমৃত্যু স্বপ্ন দেখেছেন। ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. তাঁর লেখা এবং গবেষণা কাজকে দাওয়াহ কার্যক্রমের অন্যতম পদ্ধতি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি একজন রূহানী চিকিৎসকের ন্যায় এ দেশের মুসলমানদের আকীদা-বিশ্বাসের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের জটিল রোগ ও তার কারণ নির্ণয় করতে তাঁর গবেষণার কাজ এবং লেখার বিষয় নির্ধারণ করতেন। মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁকে একই সাথে চিন্তা-গবেষণা করা, বলা, লেখা এবং বাস্তবসম্মত কর্মসূচির মাধ্যমে পদক্ষেপ নেয়ার যোগ্যতা দিয়েছিলেন। বাংলাদেশের আলেমগণের মধ্যে এমন সব্যসাচী যোগ্যতা-প্রতিভার আলেম হাতে গোনা দু'চারজন পাওয়া কঠিন। এ কথা বললে বেশি হবে না যে, সমকালে এ দেশের মাটিতে তিনি নিজেই নিজের উদাহরণ হয়ে থাকবেন। নিজে কাজ করার সাথে সাথে গবেষক তৈরির অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন সাক্ষাতপ্রাপ্তদেরকে। প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা কাজটি তাঁর প্রিয় প্রতিষ্ঠান আস-সুন্নাহ ট্রাস্টের মাধ্যমে সীমিত পরিসরে হলেও শুরু করেছিলেন।

তৃতীয়ত, আলোচনা ও বক্তব্য: ড. জাহাঙ্গীর রহ. তাঁর কর্মময় জীবনে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক অসংখ্য আলোচনা এবং বক্তব্য রেখেছেন। ধর্মীয় ওয়াজ মাহফিল, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, মতবিনিময়সহ সকল প্রকার আয়োজনে কথা বলেছেন। দেশের সকল মিডিয়াতেই তাঁর পদচারণা ছিল। মিডিয়াগুলোতে কথা বলতে ঝিনাইদহ থেকে বার বার ছুটে আসতেন ঢাকায়।[৮] হাতে সময় এবং সুযোগ থাকলে কাউকে না বলতেন না। দীনের প্রয়োজনে তিনি ছিলেন উদার এবং সদা প্রস্তুত একজন বক্তা বা আলোচক।[৯] বিদেশের মাটিতে অনেক কিছু করেছেন। আর দেশে ফেরার পর মানুষকে আল্লাহর দীনের সহীহ বুঝ দেয়া এবং সংশোধনের অতৃপ্ত বাসনা নিয়ে সারা দেশে ছুটে বেড়িয়েছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয়গুলো ছিল অত্যন্ত সহজ-সরল, বাস্তবসম্মত এবং জীবনঘনিষ্ঠ। তার ভাষা ছিল প্রাঞ্জল এবং বোধগম্য। মানুষকে তাদের ভাষায় উদাহরণ দিয়ে বুঝাতেন। এ জন্য তিনি নিজের কথার মাঝে মাঝে আঞ্চলিকতাকেও গ্রহণ করতে দ্বিধা করতেন না। সাধারণ সভাগুলোতে যখন কথা বলতেন, তখন মনে করা কঠিন হতো যে, বহুভাষাবিদ সুপণ্ডিত একজন মানুষ কথা বলছেন। যখন যে ভাষায় কথা বলতেন, তখন তার সাথে অন্য ভাষাকে তেমন মেশাতেন না। তাই বাংলায় কথা বললে মনে হতো তিনি আর অন্যকোন ভাষাই

৮. একান্ত আলাপে বলতেন, বয়স হয়েছে। উচ্চমাত্রার ডায়াবেটিস রয়েছে। দু'বেলা ইনসুলিন নিতে হয়। ছুটোছুটি করলে ক্লান্ত হয়ে যাই। আবার বসে থেকে অস্থির লাগে দায়িত্ব চেতনায়-উম্মাতের কল্যাণে কিছু করতে পারলাম না। সে জন্য কাজের মাঝেই বিশ্রাম খুঁজি। আর বিশ্রামতো ওপারে গিয়ে হবেই।

৯. হাতে সময় থাকলে তিনি আমার মতো অনেকের অনুরোধে একেবারে দু'চার জনের উপস্থিতিতে ছোট্ট আলোচনায়ও কষ্ট করে আসতে দ্বিধা করতেন না।

জানেন না। তাঁর যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপস্থিত মানুষের ভাষায় ও ভঙ্গিতে হাসিমুখে তুলে ধরতেন। কথা খুব দীর্ঘ সময় ধরে বলতেন না, কিন্তু বিষয়ভিত্তিক বলতেন। কাউকে খাটো করে, কারো বিপক্ষে, কঠোর ও কর্কশ ভাষায় বা আক্রমণ করে কোনো কথা তিনি কখনই বলতেন না। কোনো বিষয়ে চ্যালেঞ্জ না দিয়ে সে দিকে মানুষকে বিবেক দিয়ে উপলব্ধি করে আগানোর আহবান করতেন। সাধারণভাবে তাঁর আলোচনা বা বক্তৃতার কথামালা সাজানো থাকতো কুরআন-সুন্নাহর অসংখ্য দলীল ও তার ব্যাখা দিয়ে। তবে তা সকলের জন্যই ধারণ করা সহজ ছিল, সাধারণের জন্য বুঝা মোটেও কঠিন হতো না। সবসময় প্রশ্নকারীর কাছে জবাব স্পষ্ট না হলে বিরক্ত না হয়ে বার বার চেষ্টা করতেন। আলোচনার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ নির্ভরতা শ্রোতাকে মনের অজান্তেই তার পরম করুণাময়ের কাছাকাছি হওয়ার সুযোগ করে দিতো।

চতুর্থত, বাস্তবভিত্তিক কর্মসূচি পালন: ইসলাম পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা নিয়ে এসেছে। এখানে রূহের খোরাকের সাথে সাথে পেটের খোরাক মেটানোর নির্দেশনাও দিয়েছে। সুতরাং মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণে আলেমদেরকেও মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। সে চিন্তায় প্রতিষ্ঠা করেন আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট। সেখানে ইসলামের উচ্চতর গবেষণা, লাইব্রেরী, মিডিয়া সেন্টার যেমন ছিল, তেমনি পাশেই গরীব, দুস্থ, বিধবা মহিলাদের কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছিলেন। সীমিত পরিসরে প্রশিক্ষণোত্তর তাদেরকে পুনর্বাসনের জন্য সেলাই মেশিনসহ অন্যান্য উপকরণ দেয়া এবং তা আরো বড় করে বাস্তবায়নের চিন্তা সক্রিয়ভাবে করতেন। তাঁর ছোট্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বছরের বিভিন্ন সময়ে গরীব মানুষদেরকে নানাভাবে সাহায্যের চেষ্টা করেছেন। ব্যক্তিগতভাবে অভাবী, চাকুরিপ্রার্থী মানুষের জন্য সুপারিশ নিয়ে অনেকের কাছে সশরীরে হাজির হতেন। সময় না থাকলে টেলিফোনে অনুরোধ করতেন। আমার সাথে সর্বশেষ আলাপে জেনেছিলাম যে, স্থানীয় বেকার ছেলেদের কর্মসংস্থানের জন্য ভোকেশনাল শিক্ষার কর্মসূচি হাতে নেয়ার কাজটি প্রক্রিয়াধীন ছিল। এ ছিল তাঁর সমাজচিন্তার একটি খণ্ডচিত্র।

পঞ্চমত, তাযকিয়ার প্রচেষ্টা: তিনি দাওয়াহ কাজের মধ্যে সবসময় সংশ্লিষ্টদেরকে গড়ার চিন্তা রাখতেন। অর্থাৎ তাযকিয়ায়ে নাফস-এর পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। মানুষের ভুল ধরিয়ে দেয়ার চেয়ে ভুলকারী ব্যক্তির সংশোধনের প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা করতেন। আর সে আলোকেই কথা ও কাজ করার চেষ্টা করতেন। দীনকে অত্যন্ত সহজ করে উপস্থাপন করে তা অভ্যাসগতভাবেই মেনে চলার পথ বলতেন।[১০] নিজের

১০. সম্মানিত পাঠক, ড. জাহাঙ্গীর র.-এর সকল লেখা, অডিও-ভিডিও লেকচার থেকে আমার এ বক্তব্য মিলিয়ে নিতে পারবেন।

বাড়ীর আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত মসজিদে মাসে নিয়মিত আলোচনা করতেন স্থানীয় মানুষ এবং প্রতিবেশীদেরকে ইসলাহের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য। সেখানে পর্দার আড়ালে মেয়েরা অংশগ্রহণ করতো। তার সকল আলোচনার সাথে তা ব্যক্তি জীবনে পালনের পদ্ধতি বলতেন। এতে শ্রোতাদের জন্য নসিহত মানা সহজতর হতো।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

প্রকৃত অর্থে একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.। তিনি নিজেকে ইসলাম ও সমকালীন জ্ঞানের আকর এবং ব্যক্তি জীবনকে অনুসরণের জন্য নমুনা হিসেবে উপস্থাপন করেছিলেন অত্যন্ত সফলতার সাথে। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার পরিসর অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত ছিল, যা তাঁর প্রতিটি বক্তব্য এবং লেখার মাঝে ফুটে ওঠেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলোতে সিলেবাস অনুসরণ করতেন শিক্ষার্থীদের সনদ ও ফলাফল লাভের জন্য। আর তাদেরকে বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যতের গুণী মানুষ করে গড়ে তোলার অভিনব প্রয়াস চালাতেন ব্যক্তিগতভাবে। দেশ ও জাতির শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষের বড় অভাব তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। আর সে জন্যই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনকে কঠোরভাবে অনুসরণ করতেন। অন্য ব্যস্ততার নামে পাঠদানের ক্ষেত্রে কখনও সামান্যতম গাফলতি দেখাতেন না।

শায়খুল হাদীস আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি দু'টি মাদরাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে সহীহ বুখারীর দারস দিতেন। এ জন্য তিনি একটু ভিন্ন রুটিন করে নিতেন অবশ্য। তবে তা ছিল তার একান্ত অবসরের সময়টি। একটি পাকশী ফুরফুরা দরবারের কওমী মাদরাসায় এবং অন্যটি ঢাকা মিরপুর দারুস সালাম কওমী মাদরাসায়। আরবদের মাঝে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর নিয়ে আরবী সাহিত্যে অনার্স-মাস্টার্স পড়া এক সময়ের কৃতি শিক্ষার্থী ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর ইলমে হাদীসের সুপণ্ডিত ছিলেন। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ যথাযথভাবেই হাদীসের একজন গুণী অধ্যাপক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। তাই এ মাদরাসা দুটির শিক্ষার্থীরা অধীর আগ্রহে এই শায়খের দারস পাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষা করতেন।

ওয়াজ মাহফিলের ময়দানে আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

একজন উঁচু মানের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য গ্রামের সাধারণ মানুষের মাঝে কথা বলার আগ্রহ তেমন থাকার কথা নয়। আবার জ্ঞানচর্চার টেবিলে আটকে থাকা মানুষের জন্য এটি এক বড় বেহিসেবী কাজ। তারপরও মানুষের টানে, তাদেরকে কাছ থেকে জানতে-বুঝতে বার বার ছুটে গেছেন দেশের আনাচে-কানাচে। তিনি তাদের মত করে চিন্তা করেছেন, তাদের ভাষায় কথা বলেছেন, তাদের সাথেই থাকা-

খাওয়া সেরেছেন স্বচ্ছন্দেই। সদালাপী, অমায়িক এ মহান আলিমকে কাছে পেয়ে মানুষেরা অত্যন্ত খুশি হতেন। তার কথা ও কাজকে অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করতেন। তিনিও তাদের মাঝ থেকেই নিজের চিন্তা ও লেখার প্রসঙ্গগুলোকে বেছে নিতেন খুব কাছ থেকে। তাই মাটি ও মানুষের প্রিয় এ মানুষটির মৃত্যু সকলকে নাড়া দিয়েছে। সহজ করে সকলকে বুঝাতে চেষ্টা করতেন। শীতকালের একটি বড় অংশ তার রাতের বিশ্রাম হতো গাড়ীতে, রাস্তায়।

এখানে তিনি যে পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেছিলেন, তার উল্লেখযোগ্য দিক হলো- গ্রামীণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত এ মাহফিলগুলোতে গতানুগতিকতাকে পরিহার করে গল্পনির্ভর আলোচনার অঙ্গন থেকে বেরিয়ে ইলমী আলোচনার সূচনা করেছিলেন। মানুষেরা যেখানে কেবলই সাওয়াব লাভ এবং অতীত ও পরকালের গল্প শোনার জন্য যেতেন, সেখানে তিনি বর্তমানকে সংযুক্ত করেন। তাদেরকে শিরক ও বিদয়াতমুক্ত বিশুদ্ধ তাওহীদি চেতনা সৃষ্টি ও লালনের প্রশিক্ষণ দিতেন। সেখানে স্বল্প শিক্ষিত মুসলিম ছাড়াও বিশেষজ্ঞ শিক্ষার্থীদের খোরাক থাকতো তাঁর এ মাহফিলে। ইসলামকে সহজ সুন্দর করে উপস্থাপনের এক অনন্য নজির দেখাতে চেষ্টা করেছেন। এখানেও তিনি সমসাময়িক সমস্যা ও তার সমাধান নিয়ে কথা বলতেন। বিশেষ করে দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অনুশীলন করে দীন ঈমান নিয়ে বেঁচে থাকার পথ বাতলে দিতেন। বিশেষ করে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রীতি রক্ষা করা, সংকীর্ণতা পরিহার করা, মুসলিম উম্মাহর ঐক্য নিয়ে কথা বলতেন। কারো পক্ষে চোখ বন্ধ করে নয়, অতিরঞ্জিত প্রশংসাও নয়, বরং সংশ্লিষ্ট সকলের ভাল দিক নিয়ে কথা বলতে চেষ্টা করতেন। কাউকে আঘাত না করে হক কথা বলার চেষ্টা করতেন। মানুষের ভুল দেখে দোষ ধরা নয়, সংশোধনের নিমিত্তে দরদভরা মন নিয়ে চেষ্টা করতেন।

বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও মিডিয়া ব্যক্তিত্ব ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

মিডিয়া আধুনিককালে ইসলাম প্রচারের অত্যন্ত শক্তিশালী ও কার্যকরী মাধ্যম। তিনি তা সঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। থাকতেন ঢাকা থেকে অনেক দূরে ঝিনাইদহে, কিন্তু আসতেন ঘন ঘন। অল্প সময়ের মধ্যে মিডিয়া জগতেও সকলের কাছে এক প্রিয় মুখ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। শুধু দেশেই নয়, বিদেশের মাটিতেও আলোচনায় অংশ নিতেন। বিবিসি সহ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো নানা জাতীয় ইস্যুতে তাঁর মতামত নিতেন। সবশেষে আসসুন্নাহ ট্রাস্ট্রের অধীনের আসসুন্নাহ মিডিয়া ও প্রচার বিভাগের কাজ শুরু করেছিলেন। সেখানে একটি অত্যাধুনিক স্টুডিও প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম পরিচালনার কাজ শুরু করেছিলেন।

তিনি মিডিয়াগুলোতে বিষয়ভিত্তিক আলোচনা এবং প্রশ্নোত্তর পর্ব চালাতেন। তাঁর আলোচনা সব সময় ছিল স্বভাবসূলভ সহজ সরল ভাষায় ও ভঙ্গিতে এবং আলোচ্য

বিষয় ছিল সবচেয়ে জীবনঘনিষ্ঠ এবং প্রশ্নোত্তর পর্বেও কথা বলতেন, একই ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। একটি প্রশ্নের জবাবে একাধিক মতামত থাকলে তা আগে বলতেন এবং পরে নিজের অভিমতকে স্পষ্ট করে বলতেন। সবশেষে প্রশ্নকারীকে চিন্তা করার স্বাধীনতা দিতেন। কারো প্রতি তাঁর উত্তরকে চাপিয়ে দিতেন না। সমালোচনা থাকলে বিদ্বেষমুক্তভাবে করতেন। বাহ্যিকভাবে নয়, তাঁর প্রতিটি কথার মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানের গভীরতাকে অনুমান করা যেত।

সমাজসেবী ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.

আসসুন্নাহ সেবা ও উন্নয়ন নামে ট্রাস্ট্রের একটি বিভাগ নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। বেশ কিছু সেবা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিলেন অনেক দিন থেকেই। এ বিষয়ে তাঁর ট্রাস্টের বিবরণে বিস্তারিত পাওয়া যাবে।

অন্যান্য কার্যক্রম

শিক্ষকতার বাইরে ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. সকল ভাল উদ্যোগের সাথে সম্পৃক্ত থাকতে কুণ্ঠাবোধ করতেন না। আর্থিক কোনো প্রতিষ্ঠানে নিজেকে সম্পৃক্ত করেননি। দাওয়াহ কাজ ছাড়া নিজের দুনিয়াবী সুবিধার জন্য কোনো কাজের সুযোগ চাইতেন না। তবে অন্যদেরকে সহযোগিতার চেষ্টা করতেন বেশি। তাঁর চিন্তা ও কর্মে মানবতার কল্যাণ চিন্তা প্রাধান্য পেতো। দল, মত নির্বিশেষে এ দেশের সকল মানুষকে ভালবাসতে চেষ্টা করেছেন। আর সে লক্ষ্যে অধ্যাপনার সাথে সাথে নিম্নের কাজগুলো নিয়মিত করতে চেষ্টা করতেন। যেমন-

খুতবা প্রদান করা : ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে তিনি খতীব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ২০০২ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। সমসাময়িক বিষয়ে জুমাবারের খুতবা দিতেন। তিনি জাতীয় প্রয়োজনকে সামনে রেখে 'খুতবাতুল ইসলাম' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন-যা অনেক মসজিদে পঠিত হয়। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষ দূরদুরান্ত থেকে তাঁর খুতবা শুনতে নিয়মিত মসজিদে আসতেন। একই সাথে তিনি ঝিনাইদহ কেন্দ্রীয় ঈদগাহেরও ইমাম ছিলেন। সেখানেও আশ পাশের অনেক এলাকার মানুষ তাঁর ঈদের সালাতের বক্তব্য শুনার জন্য আসতেন। এ সকল দায়িত্ব তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এবং নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন করতেন।

বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নিজে একজন খতীব হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করে ক্ষান্ত হননি। বরং বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে গড়ে উঠা আল্লাহর ঘর থেকে ইসলামের সঠিক বক্তব্য যেন মানুষের কাছে পৌঁছে সে জন্য লিখেছেন 'খুতবাতুল ইসলাম' নামে এক অনন্য সাধারণ খুতবা গ্রন্থ। এই গ্রন্থটিতে তাঁর চিন্তা-দর্শনের স্বরূপ, ব্যাপ্তি-পরিসর, উদারতা, আধুনিক মনস্কতা, ভবিষ্যত দূরদৃষ্টি ফুটে ওঠেছে। এ গ্রন্থের

আলোচ্য বিষয় নিয়ে অধিকতর গবেষণার দাবী রাখে- যা তাঁর চিন্তা-দর্শনকে তুলে ধরার অন্যতম উৎস হিসেবে কাজ করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

আমার জানা মতে, তিনি এ খুতবা গ্রন্থকে কেন্দ্র করে ইমামদের প্রশিক্ষণ দেয়ার চেষ্টা করেছেন। তার সংশ্লিষ্ট লেখাকে প্রশিক্ষণার্থীদেরকে অধিকতর চিন্তা গবেষণার জন্য সরবরাহ করতেন। এ দেশের খতীব ও ইমামদের উন্নয়নের সাথে সাথে দেশের সাধারণ মুসলমানদেরও জ্ঞানগত উন্নয়ন জড়িত, তা তিনি গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। তিনি মসজিদকেন্দ্রিক সমাজ ও দাওয়াহ কার্যক্রম পরিচালনায় বিশ্বাসী ছিলেন।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম : সকল কাজকে সুচারুরূপে করতে প্রাতিষ্ঠানিকতার গুরুত্ব তিনি যথাযথভাবে উপলব্ধি করেই গড়ে তোলেন আস-সুন্নাহ ট্রাস্ট। "সুন্নাতে উদ্ভাসিত জীবনের জন্য" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আস-সুন্নাহ ট্রাস্টের সকল কাজ পরিচালিত হয়ে আসছে। নিজ বাড়ীর আঙ্গিনাকে বেছে নিয়েছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের জন্য। সেখানে এই প্রতিষ্ঠানের অধীনে গড়ে তোলেন মসজিদ, মাদরাসা এবং ট্রাস্ট কমপ্লেক্স। পরিশিষ্টে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ দেয়া হলো।[১১]

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.-এর ফিকহী রচনাবলি

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. এর ফিকহী রচনাবলিকে নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত করে আলোচনার প্রয়াস নেয়া হয়েছে:

ক. মৌলিক গ্রন্থ

তাঁর রচিত মৌলিক ফিকহী গ্রন্থসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো:

১. ইসলামে পর্দা

ইসলামে পর্দা পুস্তিকাটি ২০০০ সালে ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা ১২১৬ থেকে প্রকাশিত হয়। এতে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইসলামে পর্দার বিধান আলোচনা করা হয়েছে। সাথে সাথে পর্দা সম্পর্কে জাপানী নওমুসলিম খাওলা নিকীতার একটি আকর্ষণীয় আলোচনার বাংলা অনুবাদ বিধৃত হয়েছে। ইসলামে পর্দার বিধান আলোচনা করতে যেয়ে পুস্তিকাটিতে যেসব বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, পর্দার গুরুত্ব, পোষাকের শালীনতা, মেয়েদের পোশাক ও এক্ষেত্রে শরী'আহর মূলনীতি, মহিলাদের বহির্গমণ, চলাফেরা ও মেলামেশার শালীনতা ইত্যাদি।

২. বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ

এ গ্রন্থটি আস্সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ থেকে ২০০৩ সালে প্রথম এবং ২০০৯ সালে পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থে তিনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে

---

১১. অধিকাংশ তথ্য মরহুমের পরিবারের সদস্য এবং টাস্ট্রের দায়িত্বশীলদের নিকট থেকে সংগৃহীত। এ ছাড়া তাঁর ঘনিষ্টজনদের নিকট থেকেও এ লেখার জন্য সহযোগিতা পাওয়া গেছে।

উশর বা ফসলের যাকাত প্রদানের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা, নিয়ম-পদ্ধতি ও বিধিবিধান আলোচনা করেছেন। প্রসংগত যাকাতের সাধারণ আলোচনাও এনেছেন। উশর বা ফসলের যাকাত আলোচনা প্রসংগে উশরের অর্থ, উশরের ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহের বর্ণনা, এর পরিমাণ, উশরযোগ্য ফল-ফসল, এর নিসাব ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরেছেন। উশরের প্রসংগক্রমে তিনি খারাজের বিষয়ও স্ববিস্তর বর্ণনা করেছেন। উশর ও খারাজী ভূমির পরিচয় ও এসংক্রান্ত নীতিমালা উল্লেখ করে তিনি প্রমাণ করেছেন বাংলাদেশের ভূমি উশরী। এজন্য দেশের জমিতে উৎপন্ন ফসলের যাকাত দেয়া আবশ্যক। পরিশেষে তিনি উশরের বিস্তারিত বিধান আলোচনা করেছেন।

৩. হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর

২০০৩ সালে আস্‌সুন্নাহ পাবলিকেশন্স ঝিনাইদহ থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থটিতে মূলত হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর শীর্ষক দুটি বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ফিকহী বিষয় না হলেও উসুলে ফিকহ এর সাথে এর যোগসূত্রতা বিদ্যমান। তবে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশ তথা সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে ফিকহী আলোচনা। আমাদের সমাজে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর নিয়ে ১২ ও ৬ এই দু ধরনের মতামত ও অনুশীলন পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থটিতে এ দুটি মতের পাশাপাশি ১৩, ১১, ১০, ৯, ৮, ৪টি অতিরিক্ত তাকবীর সম্পর্কিত হাদীসগুলোর সনদ 'হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি'র আলোকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৪. মুনাজাত ও নামায

আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স ঝিনাইদহ কর্তৃক ২০০৫ সালে প্রকাশিত এ গ্রন্থটিতে নামাযের মধ্যে ও পরে পালনীয় দোয়ার বিধান আলোচনা করতে যেয়ে দোয়ার গুরুত্ব ও ফযীলত, মুনাজাতের মাসনূন পদ্ধতি, দোয়ায় হাত উঠানো, না উঠানো, মুখমণ্ডলে হাত মাসেহ করা, কিবলামুখী হওয়ার বিধান, মুনাজাতের মাসনূন সময়, নামাযের মধ্যে মুনাজাত, নামাযের পরের মুনাজাত, জামায়াতবদ্ধ মুনাজাত, হাত তুলে মুনাজাত ইত্যাদি বিষয়ের বিধান সবিস্তর আলোচনা করা হয়েছে।

৫. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা

এ গ্রন্থটি ২০০৭ সালে আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাকের গুরুত্ব, বৈশিষ্ট্য, শিষ্টাচার, সালাতের পোশাক নিয়ে আলোচনা এসেছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে পোশাকী অনুকরণের বিধান আলোচনা করতে যেয়ে রাসূলুল্লাহ সা. এর পোশাকের অনুকরণ

এবং অমুসলিমদের পোশাক বর্জনের বিষয়ের হুকুম বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে রাসূলুল্লাহ সা. এর পোশাক সম্পর্কে। তিনি যেসব পোশাক পরিধান করতেন তার আলোকে বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন পোশাকের বিধান তুলে ধরা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে মহিলাদের পোশাক ও পর্দার বিধান আলোচনা করা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে দৈহিক পারিপাট্য ও পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে বিশেষ করে চুল, দাড়ি, গোঁফ, নখ, উল্কি, কান-নাক ফোঁড়ানো ইত্যাদি বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে।

৬. এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসর্জন

এহইয়াউস সুনান বা সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদআতের বিসর্জন গ্রন্থটি ২০০৭ সালে আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়। ইসলামী আইনের দ্বিতীয় উৎস সুন্নাহের ব্যাপারে আমাদের সমাজে দু ধরনের অপরাধ পরিলক্ষিত হয়। এক সুন্নাহকে পরিত্যাগ করা ও দুই সুন্নাহের নামে সুন্নাহ বিরোধী বিদআত সৃষ্টি করা। এ কারণে রাসূলুল্লাহ সা. এর প্রকৃত সুন্নাহ বিলুপ্ত প্রায়। এ অবস্থা থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর প্রকৃত সুন্নাহকে পুনরুজ্জীবন ও বিদআতের বিসর্জন দেয়ার মহান উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে এ গ্রন্থটি প্রণীত হয়। সুন্নাতের পরিচয়, গুরুত্ব, প্রকার, উৎস, সুন্নাহর বিপরীত কর্মের পর্যায়, বিদআতের পরিচয়, প্রকার, সুন্নাহ থেকে বিদআতে উত্তরণের কারণসমূহ, ওযু, নামায, যিকির, কুলখানী থেকে শুরু করে হরতাল, ধর্মঘটসহ মুসলিম জীবনের সকল ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কর্ম ও বর্জনের সুন্নাহ অনুধাবনই গ্রন্থটির মূল উদ্দেশ্য।

৭. কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল

শবে বরাত বা মধ্য শাবানের রাত এর ফযীলত, আমল ও বিধান সম্পর্কিত এ গ্রন্থটি আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স থেকে ২০০৯ সালে প্রকাশিত হয়। শবে বরাত বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে অত্যন্ত আলোচিত একটি বিষয়। এ নিয়ে আমাদের সমাজে ব্যাপক মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। সকল মতপার্থক্যের ঊর্ধে উঠে এ গ্রন্থটিতে কুরআন ও হাদীসের আলোকে এ রাতের মর্যাদা ও করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে। এ রাতের মর্যাদা সম্পর্কে উদ্ধৃত আয়াতের ব্যাখ্যা ও এ ব্যাপারে মুফাসসিরগণের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে। দ্বিতীয়ত এ সম্পর্কিত বর্ণিত ও প্রচলিত সব হাদীস একত্রিত করে সেগুলোর গ্রহণযোগ্যতা, বিশুদ্ধতা বা অশুদ্ধতার বিষয়ে মুহাদ্দিসগণের মতামত পর্যালোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি এ বিষয়ে সাহাবী, তাবিয়ী, চার ইমাম ও সালফে সালিহীনের মতামত ও কর্ম তুলে ধরা হয়েছে।

৮. সালাতের মধ্যে হাতবাঁধার বিধান : একটি হাদীসতাত্ত্বিক পর্যালোচনা

২০১৪ সালে ঝিনাইদহের আস সুন্নাহ পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত এ গ্রন্থটি রুকু, সাজদা ও বসা অবস্থায় হস্তদ্বয়ের অবস্থান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থটি তিনটি পর্বে ভাগ করে প্রথম পর্বে এ বিষয়ক হাদীসগুলোকে ইলমুল হাদীসের মানদণ্ডে যাচাইবাছাই করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে উম্মাতের প্রথম প্রজন্মের মুহাদ্দিস ও হাদীসনির্ভর ফিকহ চর্চাকারী ফকীহগণের বক্তব্যের আলোকে সহীহ ও হাসান হাদীসগুলোর নির্দেশনা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রথম দুই পর্বের সিদ্ধান্তের আলোকে তৃতীয় পর্বে উম্মতের মতভেদ, প্রান্তিকতা, কারণ, প্রতিকার ও এ বিষয়ে সালফে সালিহীনের কর্মধারা তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা প্রবন্ধ

তাঁর রচিত ফিকহী গবেষণা প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য দুটি প্রবন্ধ নিম্নরূপ:

عدد ركعات قيام الليل والتراويح: دراسة حديثية نقدية

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ ভলিউম ১২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০০৩ সংখ্যায় আরবীতে প্রকাশিত এ প্রবন্ধটির বাংলা অনুবাদ "কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর রাকাত সংখ্যা : একটি হাদীসতাত্ত্বিক পর্যালোচনা"। প্রবন্ধটি যেসব উপশিরোনামে বিন্যস্ত তা হলো, ২ রাকাত কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর দলীল, ৪ রাকাত কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর দলীল, ৮ রাকাত কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর দলীল, ১২ রাকাত কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর দলীল, ২০ রাকাত কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর দলীল, ২৪ রাকাত কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর দলীল, ৩৬ রাকাত কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর দলীল, ৪০ রাকাত কিয়ামুল লাইল ও তারাবীহ এর দলীল, উপসংহার।

خطبة الجمعة في ضوء السنة: دراسة حديثية فقهية

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া এর ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ ভলিউম ১৩, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০০৪ সংখ্যায় আরবীতে প্রকাশিত এ প্রবন্ধটির বাংলা শিরোনাম, "সুন্নাহর আলোকে জুমুয়ার খুতবা: একটি আধুনিক ফিকহী পর্যালোচনা"। যেসব আলোচনায় এ প্রবন্ধটি সমৃদ্ধ তা হলো, ভূমিকা, কুরআনের আলোকে জুমুয়ার খুতবার গুরুত্ব, খুতবার ক্ষেত্রে শ্রোতা-মুসল্লীদের করণীয়, খুতবার কাঠামো, খুতবার উপাদান ইত্যাদি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. এর নির্দেশনা, খুতবার উপাদান সম্পর্কে ফকীহগণের অভিমত, খুতবার ভাষা সম্পর্কে ইমামগণের মতামত।

এছাড়া আরও কিছু ফিকহী গবেষণা প্রবন্ধ নিম্নরূপ:

نظام الخراج في الإسلام

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উশর: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ

রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র কবর যিয়ারত: একটি হাদীস-তাত্ত্বিক পর্যালোচনা

Law of War and Force: the Perspective of Al-Quran and the Bible

নিবন্ধ

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. রচিত নিবন্ধের সংখ্যা অসংখ্য। তার মধ্যে ফিকহী নিবন্ধের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য। এসব প্রবন্ধ আসসুন্নাহ ট্রাস্ট্রের ওয়েব সাইটে (http://assunnahtrust.com) বিদ্যমান রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি নিবন্ধের শিরোনাম তুলে ধরা হলো:

- চাঁদ দেখে ঈদের বিধান
- ঈদুল ফিতর
- সুন্নাহর আলোকে ঈদুল আযহা ও কুরবানী
- হালাল উপার্জন ও হারাম বর্জন
- যিনা প্রমাণিত হওয়ার জন্য চারজন সাক্ষী কেন প্রয়োজন?
- যাকাত: গুরুত্ব ও বিধান
- আহকামে সিয়াম
- শবে কদর, ইতিকাফ ও ফিতরা
- জুমআতুল বিদা, আমাদের করণীয়
- সন্তানের অধিকার
- তারাবীহ: আকীদা, সুন্নাত ও বিদ'আত

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. এর রচনাপদ্ধতি

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর তাঁর বিশাল রচনা সম্ভার প্রণয়নে নিজস্ব পদ্ধতি গ্রহণ করেন। তাঁর গৃহীত পদ্ধতিকে নিম্নোক্তভাবে তুলে ধরা যায়:

১. সর্বাগ্রে কুরআনের প্রমাণ উপস্থাপন

তিনি তাঁর আলোচনা ও প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কুরআনের আয়াত উল্লেখ করেছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরাসরি কোন আয়াত না পাওয়া গেলে দূরবর্তী ইংগিত বহনকারী আয়াত উল্লেখপূর্বক আলোচনার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছেন এবং তার সমর্থনে নির্ভরযোগ্য মুফাস্সিরের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। এতদ্ব্যতীত কুরআনের কোন আয়াত প্রমাণ হিসেবে নিয়ে আসলে তিনি সর্বপ্রথম তার ব্যাখ্যায় কোন হাদীস পাওয়া গেলে তার উল্লেখ করেছেন, অতঃপর সাহাবীগণের উক্তি ও তাঁদের আমল জানা গেলে তার উল্লেখ করেছেন, এরপর পর্যায়ক্রমে তাবিয়ী, তাবে তাবিয়ীগণের উক্তি ও আমল তুলে ধরেছেন। আবার কেউ কোন মতের পক্ষে কোন আয়াত উল্লেখ করলে সে আয়াতের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রমাণ পেশের যথার্থতা নির্ধারণ করেছেন। যেমন অনেকে লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান বা শবেবরাতের পক্ষে নিম্নোক্ত আয়াতটিকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করেন:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ

"আমি তাকে অবতীর্ণ করেছি এক মুবারক (বরকতময়) রাতে এবং আমি তো সতর্ককারী। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়।" (Al-Quran, 44: 3-4)

এ আয়াতের 'মুবারক রাত' দ্বারা যারা শাবানের মধ্য রজনী বুঝিয়েছেন এবং এ মন্তব্যকে কোন কোন পূর্বসূরীর সাথে সম্পৃক্ত করেছেন তাদের সে মন্তব্যের যথার্থতা যাচাই করতে যেয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন, এর সমর্থনে কোন কুরআনের আয়াত, রাসূলুল্লাহর হাদীস, সাহাবী ও তাবেয়ীগণের উক্তি নেই। সকলের মতের বিপরীতে একজন তাবিয়ী ইকরিমাহ রহ. যিনি ইবনু আব্বাস রা. এর খাদেম ছিলেন তার থেকে একটি মত পাওয়া যায় যে, এর দ্বারা মধ্য শাবানের রজনী উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে পর্যালোচনা উপস্থাপন করতে যেয়ে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর দেখিয়েছেন যে, কালপরিক্রমায় ইকরিমার এ বক্তব্য ইবন আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য হিসেবে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি এ বক্তব্যের সনদের রাবীদের অবস্থাও বিশ্লেষণ করেছেন। পরিশেষে তিনি অন্যান্য তাফসীরকারকের মতামত উল্লেখ করে প্রমাণ করেছেন এক্ষেত্রে ইকরিমাহ রহ. এর উক্ত মন্তব্য সমসাময়িক কোন তাবিয়ী, মুফাসসির, মুহাদ্দিস, ফকীহ কেউই গ্রহণ করেননি। (Jahangir 2009, 8-10) কুরআনের আয়াত থেকে প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে তিনি এভাবেই চুলচেরা বিশ্লেষণ করতেন।

২. সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ

হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রে ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর বাংলা ভাষাভাষীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এক অনন্য পদ্ধতি অবলম্বন করেন। সর্বক্ষেত্রে তিনি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করার প্রয়াস নিয়েছেন। হাদীস উল্লেখের সাথে সাথে তার সূত্র বা নির্ভরযোগ্য মৌলিক হাদীস সংকলনসমূহের কোন গ্রন্থে হাদীসটি রয়েছে তা উল্লেখ করেছেন। দ্বৈতয়িক কোন হাদীস সংকলন থেকে তিনি উদ্ধৃতি পেশ করেননি। তাছাড়া তিনি হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে হাদীসের মান তথা হাদীসটি কোন পর্যায়ের তা উল্লেখ করেছেন। ক্ষেত্র বিশেষে তিনি হাদীস থেকে সাব্যস্ত হওয়া বিষয়ের সমর্থনে সাহাবী, তাবিয়ী ও তাবা তাবিয়ীগণের আমল তুলে ধরেছেন। তাঁর রচিত প্রতিটি গ্রন্থে এর প্রমাণ বিদ্যমান। প্রসংগক্রমে এখানে তাঁর প্রণীত 'কুরআন সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহ-সজ্জা' গ্রন্থের ১.৩.১০ পরিচ্ছন্নতা, সৌন্দর্য ও সুগন্ধি অংশে উল্লেখিত হাদীসসমূহ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা যায়। আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ রা. বর্ণিত হাদীসের অবস্থা বর্ণনা করে তিনি বলেন, হাদীসটির সনদ সহীহ। এটি সংক্ষিপ্তাকারে সহীহ মুসলিমে সংকলিত। পরবর্তী হাদীসগুলো সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন, আব্দুল্লাহ ইবন উমারের হাদীস সনদ গ্রহণযোগ্য, আব্দুল্লাহ ইবন আমরের হাদীসটির সনদ সহীহ, আবু আলিয়্যাহর হাদীসের সনদ সহীহ, আবুদ দরদার হাদীসটির সনদ সহীহ, আবু হুরাইরা এর হাদীসটি সহীহ, জাবির ইবন আব্দুল্লাহ রা

বর্ণিত হাদীসটির সনদ সহীহ, আয়িশা এর হাদীসটির সনদ দুর্বল, আয়িশা রা বর্ণিত অন্য হাদীসটির সনদ অত্যন্ত দুর্বল, আনাস বর্ণিত হাদীসটির সনদ মোটামুটি গ্রহণযোগ্য। এভাবেই প্রতিটি হাদীসের শেষে উক্ত হাদীসের মান উল্লেখ করা হয়েছে (Jahangir 2007, 27-29)।

৩. হাদীসের সনদের চুলচেরা বিশ্লেষণ

তাঁর রচনাকর্মের অন্যতম বৈশিষ্ট্য তিনি হাদীস বর্ণনার সাথে সাথে তার সনদের বিশ্লেষণ করেছেন। সনদের বিভিন্ন স্তরের বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে আলিমগণের মতামত তুলে ধরেছেন। বিশেষত মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় বিভিন্ন অভিমতের সমর্থনে যেসব হাদীস রয়েছে সেগুলোর সনদের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে নির্ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছেন। হাদীসের মান যাচাই ও শুদ্ধতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র সমসাময়িক আলিম তথা শায়খ আলবানী, বিন বায, ইবন উসাইমীন রহ. প্রমুখের ওপর নির্ভর করেননি। বরং পূর্ববর্তী আলিমগণ যারা সনদ যাচাইয়ে পারদর্শী ছিলেন তাদেরও শরণাপন্ন হয়েছেন এবং নিজস্ব যাচাইপদ্ধতির অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তাঁর রচনাবলির সর্বত্র এ পদ্ধতি প্রকাশমান। উদাহরণ স্বরূপ, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত : ফযীলত ও আমল গ্রন্থে উল্লিখিত সব হাদীসেরই সনদ বিশ্লেষণ করা হয়েছে। সনদ বিশ্লেষণ ও তার মান বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তিনি বিভিন্ন যুগের যেসব বিশ্লেষকের মত তুলে ধরেছেন তার মধ্যে ইমাম যাহাবী (৭৪৮ হি.), আল-হায়সামী (৮০৭ হি.), শিহাবুদ্দীন আল-বুসিরী (৮৪০ হি.), ইবন হাজর আল-আসকালানী (৮৫২ হি.), ইমাম সুয়তী (৯১১হি.), আবুল হাসান আল-কিনানী (৯৬৩ হি.), মোল্লা আলী কারী (১০১৪ হি.), মুবারাকপুরী (১৩৫৩ হি.), নাসির উদ্দীন আল-আলবানী অন্যতম (Jahangir 2009)।

৪. শরীয়াতের বিধানের আইনগত অবস্থা জানানো

ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. এ সমাজের মুসলিমদের শরয়ী বিষয়ে মতানৈক্য থেকে পরস্পারিক ঝগড়া বিবাদে পতিত হওয়ার কারণ ও তার কুফল উদ্ঘাটনের প্রয়াস নিয়েছেন। এতে প্রতীয়মান হয়েছে যে, অনেক সময় তারা এমন অনেক বিষয় নিয়ে বিবাদে জড়ান, শরীয়াতে যার গুরুত্ব অনেক কম। অথচ উক্ত নফল বা মুবাহ বিষয়ে মতভেদ করতে যেয়ে তারা ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, গীবত, চোগলখোরীর মত হারাম কাজে নিমজ্জিত হন। এ কারণে তিনি প্রতিটি বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে এর শরয়ী গুরুত্ব ও মান তথা ফরয, সুন্নাত, নফল, হারাম, মাকরুহ ইত্যাদি উল্লেখ করেছেন। "কুরআন সুন্নাহর আলোকে শবেবরাত : ফযীলত ও আমল" শীর্ষক গ্রন্থে তিনি বলেন, "ফরয ও নফলের সীমারেখা অনুধাবন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অনেকে শবে বরাতে রাত্রিতে কম বেশি কিছু নামায পড়েন, কিন্তু সকালে ফযরের

নামায জামাতে পড়ছেন না বা মোটেই পড়ছেন না। এর চেয়ে কঠিন আত্মপ্রবঞ্চনা আর কিছুই হতে পারে না। শবে বরাত বা অনুরূপ রাত বা দিনগুলিতে আমরা যা কিছু করি না কেন সবই নফল ইবাদত। সারা জীবনের সকল নফল ইবাদতও একটি ফরয ইবাদতের সমান হতে পারে না। জীবনে যদি কেউ শবে বরাতের নামও না শুনে, কিন্তু ফরয-ওয়াজিব ইবাদত আদায় করে যায় তবে তার নাজাতের আশা করা যায়। আর যদি জীবনে ১০০টি শবে বরাত পরিপূর্ণ আবেগ নিয়ে ইবাদত করে কাটায়, কিন্তু একটি ফরয ইবাদত ছেড়ে দেয় তবে তার নাজাতের আশা থাকে না। আল্লাহর ফরয নির্দেশ অমান্য করে এক রাতে কাঁদা-কাটা করে তাঁর কাছ থেকে ভাল ভাগ্য লিখিয়ে নেওয়ার মত চিন্তা কি কোনো পাগল ছাড়া কেউ করবে? ফরয ইল্‌ম, আকীদা, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্ব, হালাল উপার্জন, সাংসারিক দায়িত্ব, পিতা-মাতা, সন্তান ও স্ত্রীর দায়িত্ব, সামাজিক দায়িত্ব, সৎকাজে আদেশ অসৎকাজ থেকে নিষেধ ইত্যাদি সকল ফরয ইবাদত, যার ক্ষেত্রে যতটুকু প্রযোজ্য, পালন না-করে শবে বরাতের সারারাত নফল ইবাদত করা হলো দেহের ফরয সতর আবৃত না করে উলঙ্গ অবস্থায় টুপি-পাগড়ি পরে ফযীলত লাভের চেষ্টার মতই অবান্তর ও বাতুল কর্ম (Jahangir 2009, 31)।

৫. মধ্যমপন্থার প্রতিফলন

মহান আল্লাহ মুসলিম জাতিকে মধ্যমপন্থি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার মধ্যবর্তী স্থানই মূলত মধ্যমপন্থা। এর মধ্যেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ ও সালফে সালিহীনের বাণীতে মধ্যমপন্থার প্রয়োজনীয়তা বর্ণিত হয়েছে। ফকীহগণের ফাতওয়াতে এর প্রতিফলন হয়েছে। এ কারণে তিনি তাঁর রচনাবলিতে কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষেত্রে চরমপন্থা ও অতি শিথিলতা বর্জন করে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। যাতে ধর্মীয় ক্ষেত্রে উগ্রতা ও চরমপন্থার অভিশাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং শিথিলতা ও সহজীকরণের কারণে দীন বিকৃত হয়ে তার মৌলিকত্ব না হারায়। এ কারণে তিনি শরীয়াতের বিধানের ক্ষেত্রে সব ধরনের বাড়াবাড়ি ও অবহেলা পরিত্যাগ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। কোথাও কোথাও তিনি স্বতন্ত্র পয়েন্টে এ মধ্যমপন্থার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। যেমন বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ শীর্ষক গ্রন্থে 'যাকাত প্রদানে অবহেলা বনাম বাড়াবাড়ি' শিরোনামে একটি পৃথক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন (Jahangir 2003, 44-46)।

৬. প্রচলিত সহীহ বিশ্বাস ও আমলের শুদ্ধতা প্রতিষ্ঠা

আমাদের সমাজে প্রচলিত যেসব সহীহ বিশ্বাস ও আমলকে অজ্ঞতা অথবা প্রতিহিংসাবশত যারা সহীহ নয় বা হাদীসসম্মত নয় বলে প্রচার করে তাদের

প্রতিউত্তর স্বরূপ তিনি এ পদ্ধতি গ্রহণ করেন। এর মাধ্যমে পূর্ব থেকে যারা সহীহ বিশ্বাস পালন করে আসছিল তাদের সে বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে। অপর পক্ষে প্রমাণিত হয়েছে, শরীয়াহর বিধিবিধান পালনের ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক সহীহ পদ্ধতি বিদ্যমান। এ পদ্ধতি প্রয়োগের উৎকৃষ্ট উদাহরণ সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের তাকবীর গ্রন্থটি। এতে তিনি সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সংক্রান্ত সব হাদীস একত্রিত করে প্রমাণ করেছেন আমাদের সমাজে প্রচলিত অতিরিক্ত ছয় তাকবীরের প্রথা অবশ্যই হাদীসসম্মত ও সহীহ। অতএব "৬ তাকবীর" ভিত্তিহীন, দলিলবিহীন বা এতে নামায হবে না বলে দাবি করা বা একে অপরকে চ্যালেঞ্জ করা ঘৃণ্য অপরাধ (Jahangir 2010, 47)।

৭. প্রচলিত অশুদ্ধ ও বিদআতকে যুক্তিপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতিতে প্রত্যাখ্যান

আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন বিদআত এবং অশুদ্ধ বিশ্বাস ও আমলকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে কোন প্রকার উগ্রতা ও কঠোরতার আশ্রয় না নিয়ে তিনি যে পদ্ধতি নিয়েছেন তা একদিক দিয়ে যেমন যুক্তিপূর্ণ, অন্যদিক দিয়ে অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। তাঁর রচনাবলিতে এ জাতীয় অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ফরয সালাতের পরের সামষ্টিক মুনাজাত সম্পর্কে তার আলোচনা উল্লেখ করতে পারি। ফরয সালাতের পরের মুনাজাত সম্পর্কিত প্রায় অর্ধশত সাহাবী থেকে বর্ণিত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, এ সময়ের মুনাজাত সুন্নাহসম্মত হওয়ার বিষয়টি মুতাওয়াতির পর্যায়ের। এসকল হাদীসে রাসূলুল্লাহ সা. এর মুনাজাতের বাক্যাবলি, ঠোট নাড়ানোর অবস্থা, বসার অবস্থা, জোরে না কি আস্তে সেসব বিষয় বলা হয়েছে। কিন্তু একটি হাদীসেও জামাআতবদ্ধ মুনাজাতের বর্ণনা পাওয়া যায়নি। বরং বুঝা যাচ্ছে, সর্বদা তিনি একাকী মুনাজাত করেছেন। এ থেকে আমরা অন্তত স্বীকার করতে বাধ্য যে, সুন্নাহর আলোকে সমবেতভাবে মুনাজাত করার কোনরূপ গুরুত্ব নেই। কাজেই যারা নামাযের পর সম্মিলিত মুনাজাত করার পক্ষে তাদের উদ্দেশ্যে যুক্তিযুক্ত কয়েকটি দৃষ্টি আকর্ষণী দিয়েছেন। যার পরে এ জাতীয় খেলাফে সুন্নাহ তথা সুন্নাহর বিপরীত আমলের ওপর নিয়োজিত থাকার সুযোগ নেই (Jahangir 2007b, 25-29)।

৮. হানাফী ফিকহকে প্রাধান্য প্রদান

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম হানাফী মাযহাবের ফিকহী পদ্ধতির আলোকে দীন পালন করেন। এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে যেসব মাসআলায় ইমামগণের ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে এবং প্রত্যেকের মতের পক্ষে সহীহ দলীল প্রমাণ রয়েছে সেক্ষেত্রে তিনি ফিকহে হানাফীকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যাতে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা না যায় এবং যেভাবে দীন পালিত হয়ে আসছে সেভাবে পালন করে এবং তাদের দৃষ্টি

দাওয়াতে দীনসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য কাজের দিকে দিতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, যাকাতের নেসাবের পরিমাণ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন মতামত উল্লেখপূর্বক বলেন, "ভারতীয় হানাফী ফকীহগণের মতামতের আলোকে আমরা আধুনিক গবেষকগণের হিসাবকেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও নিরাপদ বলে মনে করি..." (Jahangir 2003, 33)। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি শুধুমাত্র হানাফী ফিকহের মতামত উল্লেখ করাকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। যেমন خطبة الجمعة في ضوء السنة: دراسة حديثية فقهية প্রবন্ধের ৭ম পয়েন্টে তথা آراء الفقهاء في عناصر الخطبة অংশে হানাফী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মদ আশশায়বানী, আল-সারখসী, আল-মারগীনানী প্রমুখের মতামত উল্লেখ করেই আলোচনা সমাপ্ত করেছেন (Jahangir 2004, 7)।

৯. আধুনিক ও জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে রচনা

তিনি এমন সব বিষয়ে কলম ধরেছেন, যা বর্তমান সময়ের জন্য খুবই প্রয়োজন। এমন কিছু বিষয় রয়েছে যে সম্পর্কে কেউ আগে লেখেনি। যেমন বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত। তাছাড়া প্রত্যেকটি বিষয়ের আলোচনায় তিনি নতুনত্ব নিয়ে এসেছেন। তিনি এ সমাজের মানুষের মানসিকতা, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি গভীরভাবে অধ্যয়ন করে সেগুলোর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন এবং তার আলোকে আলোচনা উপস্থাপন করেছেন। এ কারণে তাঁর আলোচনা মানুষের জীবনের সাথে মিশে গেছে এবং পাঠকের কাছে মনে হয়েছে তাকে উদ্দেশ্য করেই এসব গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ গ্রন্থে তিনি বিভিন্ন পরিমাপকে আধুনিক মেট্রিক পদ্ধতিতে পরিণত করে বর্তমান পরিমাপ ব্যবস্থার আলোকে এগুলো অনুধাবনের সুযোগ করে দিয়েছেন। সমাজের পরিচিত ব্যবস্থার সাথে ইসলামের ব্যবস্থার তুলনা করেছেন। যেমন খারাজী ভূমি ও জমিদারী প্রথা (Jahangir 2003, 96), জায়গিরদার বা খারাজ সংগ্রাহকের প্রথা (Jahangir 2003, 97) ব্যবসায়ের খারাজ (Jahangir 2003, 98)

১০. বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা পদ্ধতি ও বানান রীতি

ইসলামী ও সাধারণ উভয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও দেশ-বিদেশে শিক্ষাগ্রহণের ফলে তাঁর রচনায় মৌলিকত্ব ও আধুনিকতার সমন্বয় ঘটেছে। রচনার ক্ষেত্রে তিনি আধুনিক গবেষণা পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। তাঁর গবেষণাপদ্ধতি বহির্ভূত রচনাকর্মের সংখ্যা নেই বললেই চলে। পাঠকের বোধগম্য হওয়ার সুবিধার্থে এক্ষেত্রে তিনি অধ্যায়, শিরোনাম, উপশিরোনামে সংখ্যা প্রদান করে উপস্থাপন করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বিভিন্ন গ্রন্থের ভূমিকায় দেয়া তথ্য মতে, বাংলা বানানের ক্ষেত্রে তিনি বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান রীতি অবলম্বন করেছেন। তবে আরবী শব্দের ক্ষেত্রে উচ্চারণের কাছাকাছি বর্ণে ও স্বরচিহ্নে প্রতিবর্ণায়ন করেছেন।

১১. ঐক্য প্রচেষ্টা

তাঁর প্রতিটি রচনার মূল উদ্দেশ্যই ছিল, মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্য। তাঁর আলোচনার ধারাই ছিল এরূপ। তাছাড়া তিনি রচনার মধ্যে কোথাও না কোথাও তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অনেক ক্ষেত্রে তিনি এ সম্পর্কে পৃথক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করেছেন। কোথাও কোথাও উপসংহারে ঐক্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। মুসলিমদের মধ্যে দলাদলি, বিভেদ ও অনৈক্য তার দৃষ্টিতে সবচেয়ে বড় ফিতনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এ কারণে মুসলিম উম্মাহর সমস্যা সমাধানের প্রধান অবলম্বন হিসেবে তিনি তাদের মধ্যকার ঐক্যকেই বিবেচনা করতেন। ফলে তাঁর সামগ্রিক কর্মকাণ্ড ঐক্যচিন্তার ভিত্তিতে পরিচালিত হত। উদাহরণস্বরূপ 'সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর' গ্রন্থের 'বিভক্তি, দলাদলি ও বিদ্বেষ' অংশ থেকে নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি উপস্থাপন করা যায়, "আমরা প্রায়ই দেখি যে, ধার্মিক মুসলিমগণ নফল-মুসতাহাব মতভেদীয় বিষয় নিয়ে হারাম পর্যায়ের দলাদলি ও বিদ্বেষে লিপ্ত হন ... সমাজে প্রচলিত মতভেদীয় বিষয়গুলিকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি: (ক) প্রথম যুগগুলিতে ছিল না, পরবর্তী সময়ে উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং (খ) প্রথম যুগ থেকেই বিদ্যমান। প্রথম পর্যায়ের বিষয়গুলিকে দীনের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধিতা করা সাহাবী-তাবিয়ীগণের পথ। দ্বিতীয় পর্যায়ের বিষয়গুলি কখনোই হক্ক-বাতিল পর্যায়ের নয়, বরং উত্তম-অনুত্তম পর্যায়ের। এ জাতীয় মতভেদীয় বিষয়ে আমরা অধিকতর সহীহ নির্ণয় করার জন্য "দলিলভিত্তিক" আলোচনা বা গবেষণা করতে পারি। কিন্তু এ সকল বিষয়কে কেন্দ্র করে মুসলিম উম্মাহকে বিভক্ত করা, মুসলিমকে বিদ্বেষ বা অবজ্ঞা করা কঠিন পাপ এবং ঘৃণ্য বিদআত (Jahangir 2010, 47)।

উপসংহার

প্রফেসর ড. খোন্দকার আ ন ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী এক গুণী মানুষ ছিলেন। তিনি একাধারে একজন সুপণ্ডিত, বহুভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, দূরদর্শী মুহাক্কিক আলেম, সংস্কারক, দায়ী ইলাল্লাহ, জনপ্রিয় মিডিয়া ব্যক্তিত্ব, সুলেখক, গবেষক, সদালাপী, সমাজসেবী ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বমহলে আদৃত ছিলেন। তিনি তাঁর লেখা ও কর্মপরিসরে অতীতের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তকে টেনে এনেছিলেন উদাহরণ হিসেবে, বর্তমানকে যথাযথ বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি করে অসংখ্য বক্তৃতা ও লেখার মাধ্যমে জাতিকে ভবিষ্যতের দিশা দিতে চেষ্টা করেছেন। স্বল্পায়ুর এ জীবনকালের প্রতিটি মুহূর্তকে সার্থকভাবে কাজে লাগানোর এক অনন্য নজীর স্থাপন করেছেন নিজেকে খিদমাতের বিচিত্র অঙ্গনে মেলে ধরে। বাংলা ভাষায় ইসলাম চর্চার ক্ষেত্রে অনেক শাখাতেই তিনি পথিকৃত হিসেবে আমাদের মাঝে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। একেবারে অনাড়ম্বর জীবনে তাকওয়ার প্রশিক্ষণ দিয়েছেন কথা ও কাজের মাধ্যমে। উম্মাহর বিভেদকে তিনি এক বুক কষ্টের উপলব্ধি নিয়ে দেখেছিলেন। তাই বারবার

উদ্যোগ নিতে চেষ্টা করেছিলেন এ দেশের কালেমায় বিশ্বাসী দীনপন্থী মানুষগুলোর মাঝে ঐক্য গড়ে তুলতে। তাঁর ব্যক্তিগত আচরণ ছিল উম্মাহর সদস্যদের মাঝে ঐক্যপ্রতিষ্ঠার বৈশিষ্ট্য অর্জনের জন্য অনুসরণীয়। শুধু তাই নয়, দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধর্মান্তরের অশুভ প্রচেষ্টা প্রতিরোধে সর্বশেষ রচনা করেন, 'পবিত্র বাইবেল পরিচিতি' নামে একটি গবেষণা গ্রন্থ। এটি তাঁর মৃত্যুপূর্ব প্রায় দু'বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফসল হিসেবে জানা যায়। আমার জানামতে, এটি বাংলা ভাষায় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা লাভ করবে। এখানে তিনি নিরাবেগ সত্যকে বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। তাই আমি বিশ্বাস করি, তাঁর জীবনালেখ্যের উপরে গবেষণা কাজ হওয়া জরুরী। আর তিনি আমাদের মাঝে তাঁর লেখার মাধ্যমে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আল্লাহ তাআলা মরহুমের সকল খিদমাতকে কবুল করুন। আমীন।

প্রস্তাবনা

একটি প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে প্রফেসর ড. খোন্দকার আ ন ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. জীবন-দর্শন নিয়ে যথাযথভাবে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তাঁর মত প্রতিভাধর আলিমের জীবন দর্শন নিয়ে অনেক কথা বলা এবং চিন্তার সুযোগ রয়েছে। সুতরাং এ পর্যায়ে নিম্নে প্রস্তাবনার মাধ্যমে আমার সংক্ষিপ্ত লেখা শেষ করা সঙ্গত মনে করছি।

১. প্রফেসর ড. খোন্দকার আ ন ম আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ.-এর জীবনকর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম হওয়া উচিত;

২. স্বল্প সময়ের মধ্যে তাঁর সহকর্মী, স্বজন, শুভাকাঙ্ক্ষীদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করা ইচ্ছাগুলো লিপিবদ্ধ ও অডিও-ভিডিও রেকর্ড করা জরুরী;

৩. প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের উপর সংক্ষিপ্ত ও বিস্তারিত পর্যালোচনা আসা জরুরী;

৪. বহুল প্রচারের জন্য প্রতিটি গ্রন্থের জন্য সারসংক্ষেপ (Abstract) তৈরি করা যেতে পারে;

৫. উম্মাহর ঐক্য চিন্তা নিয়ে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির উপরে আলাদা গবেষণা হতে পারে;

৬. দেশে-বিদেশে পত্র-পত্রিকা, সাময়িকীতে প্রকাশিত তাঁর বিভিন্ন বক্তব্য, লেখাকে একত্রিত করে রচনাসমগ্র প্রকাশ করা প্রয়োজন;

৭. লেখাগুলোকে ইসলামী শরীয়ার বিভিন্ন দিকের বিভাগে সাজিয়ে নেয়া। যেমন, আকীদা, হাদীস শাস্ত্র, আরবী সাহিত্য ও ব্যাকরণ, দাওয়াহ, মুয়ামালাত-মুয়াশারাত, অর্থনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, সমাজব্যবস্থা ইত্যাদি;

৮. অডিও-ভিডিও লেকচারগুলোকে লিখিতভাবে প্রকাশের ব্যবস্থা করা;

৯. লিখিত গ্রন্থের বিষয়গুলোকে যোগ্য উপস্থাপকের মাধ্যমে অডিও-ভিডিও লেকচারে পরিণত করা;

১০ আস-সুন্নাহ ট্রাস্টের চলমান কাজগুলো ভালভাবে চালিয়ে নেয়ার বিশেষ উদ্যোগ নেয়া;

১১ অপ্রকাশিত প্রায় ৫০ টি পাণ্ডুলিপি/বিষয়ের একটি তালিকা করে সেগুলো শেষ করার ব্যবস্থা নেয়া;[১২]

১২ একাডেমিক এবং দাওয়াহ কাজগুলো তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ের হাদীস বিভাগ, আসসুন্নাহ ট্রাস্ট অথবা শুভাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যে কারো একাধিক উদ্যোগে শুরু হতে পারে;

১৩ প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এতদিন যাঁরা তাকে নানাভাবে সহায়তা প্রদান করেছিলেন তাদের সহায়তাকে অব্যাহত রাখা।[১৩]

Bibliography

Jahangir, Khandaker Abdullah. 2003. *Bangladeshe Ushar Ba Fosoler Zakat (Ushar or Zakat of Fruits and Agri-Products In Bangladesh)*. Jhenidah: As-Sunnah Pablications.

Jahangir, Khandaker Abdullah. 2004. "Khutbatul Jumuah Fi Duis Sunnah: Dirasah Hadithiyyah Fiqhiyyah". *The Islamic University Studies*. Vol. 13, Part 1.

Jahangir, Khandaker Abdullah. 2007a. *Qur'an-Sunnaher Aloke Poshak, Porda O Deho-Sojja (Dress, Hijab and tidiness in the Light of the Qur'an and Sunnah)*. Jhenidah: As-Sunnah Pablications.

Jahangir, Khandaker Abdullah. 2007b. *Munajat O Namaz (Supplication and Salah)*. Jhenidah: As-Sunnah Pablications.

Jahangir, Khandaker Abdullah. 2009. *Quran-Sunnaher Aloke Shabe-Barat: Fazilat O Amal" (Dignity and Activity of Shab-E-Barat in the Light of the Quran & Sunnah)*. Jhenidah: As-Sunnah Pablications.

Jahangir, Khandaker Abdullah. 2010. *Sahih Hadiser Aloke Salatul Eider Otirikto Takbir (Additional Takbirs of Eid Prayer in the Light of Authentic Hadiths)* 2nd edition. Jhenidah: As-Sunnah Pablications.

Website of As-Sunnah Trust: http://assunnahtrust.com/

১২. অপ্রকাশিত পাণ্ডলিপির প্রসঙ্গটি আসসুন্নাহ ট্রাস্টের সহকর্মীদের মৌখিক বক্তব্য থেকে সংগৃহীত।

১৩. অবশ্য সে জন্য আসসুন্নাহ ট্রাস্টের সংশ্লিদের অনেক দায়িত্ব রয়েছে। যেমন, দক্ষতা, অন্তরিকতা। আমার জানা মতে, তিনি কোনো আর্থিক সহায়তা কারো কাছে চেয়ে নিতেন না।

পরিশিষ্ট -১ : ড. আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহ. এর রচনাবলি

ক. গ্রন্থের নাম (মৌলিক রচনা ও গ্রন্থ)

নং	গ্রন্থের নাম	ভাষা	প্রকাশক	প্রকাশকাল
০১	A Woman From Desert	ইংরেজি	নারগিস প্রেস, রিয়াদ	১৯৯৫
০২	কুরআন সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা	বাংলা	ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা	২০০০
০৩	ইসলামে পর্দা	বাংলা	ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা	২০০০
০৪	এহইয়াউস সুনান: সুন্নাতের পুনরুজ্জীবন ও বিদ'আতের বিসজন	বাংলা	ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা	২০০২
০৫	রাহে বেলায়াত: রাসূলুল্লাহ স.-এর যিকির ও দোয়া মুনাজাত	বাংলা	ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা	২০০৩
০৬	মুসলমানী নেসাব: আরকানে ইসলাম ও ওযীফায়ে রাসুল স.	বাংলা	ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা	২০০৩
০৭	হাদীসের সনদ বিচার পদ্ধতি ও সহীহ হাদীসের আলোকে সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর	বাংলা	বাইতুল হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা	২০০৩
০৮	বাংলাদেশে উশর বা ফসলের যাকাত: গুরুত্ব ও প্রয়োগ	বাংলা	বাইতুল হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা	২০০৩
০৯	আল্লাহর পথে দা'ওয়াত	বাংলা	ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা	২০০৪
১০	হাদীসের নামে জালিয়াতি: প্রচলিত মিথ্যা হাদীস ও ভিত্তিহীন কথা	বাংলা	ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা	২০০৫
১১	নামায ও মুনাজাত	বাংলা	ইশা'আতে ইসলাম কুতুবখানা, ঢাকা	২০০৫
১২	ইসলামের নামে জঙ্গিবাদ: আলোচিত ও অনালোচিত কারণসমূহ	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০০৭
১৩	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০০৭
১৪	بحوث في علوم الحديث (বুহূসু ফি উলূমিল হাদীস)	আরবি	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০০৭
১৫	সহীহ মাসনূন ওযীফা	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০০৭
১৬	রাসূলুল্লাহ স.-এর পোশাক ও ইসলামে পোশাকের বিধান	বাংলা	ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা	২০০৮
১৭	খুতবাতুল ইসলাম: জুমুআর খুতবা ও সমকালীন প্রসঙ্গ	আরবি, বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০০৮

১৮	ফুরফুরার পীর আবু জাফর সিদ্দিকী রচিত আল-মাউযুআত	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০০৯
১৯	কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শবে বরাত: ফযীলত ও আমল	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০০৯
২০	সালাতুল ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর	বাংলা	আল-হিকমাহ পাবলিকেশন্স, ঢাকা	২০০৩
২১	তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০০৭
২২	ইমাম আবু হানিফা রহ. রচিত আল-ফিকহুল আকবার: বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০১০
২৩	কিতাবুল মোকাদ্দাস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০১৩
২৪	কিতাবুল মোকাদ্দাস ও কুরআনুল কারীমের আলোকে ঈসা মাসীহের মর্যাদা	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০১৩
২৫	সালাতের মধ্যে হাতবাঁধার বিধান	বাংলা	আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ঝিনাইদহ	২০১৪

খ. অনুবাদ গ্রন্থ: **Translation works**

নং	গ্রন্থের নাম	মূল ও অনুবাদের ভাষা	প্রকাশক	প্রকাশকাল	মূল লেখক
০১	সিয়াম নির্দেশিকা	আরবি থেকে বাংলা	দি কোঅপারেটিভ অফিস ফর কল এ্যান্ড গাইডেন্স, মিনিস্ট্রি অফ ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, রিয়াদ, কে. এস. এ	১৯৯৭	শাইখ মোহাম্মদ বিন সালিহ আল-উসাইমিন
০২	গাইডনেন্স ফর ফাস্টটিং মুসলিমস্	আরবি থেকে ইংরেজি	ঐ	১৯৯৭	ঐ
০৩	ইসলামের তিন মূলনীতি: একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা	আরবি থেকে বাংলা	ঐ	১৯৯৭	শাইখ আব্দুল আজিজ এম. আল-সিথরি
০৪	A Summary of Three Fundamentals of Islam	আরবি থেকে ইংরেজি	ঐ	১৯৯৭	ঐ
০৫	হজ্জের নিয়ম	আরবি থেকে বাংলা	ঐ	১৯৯৭	ঐ

০৬	Our Great Predecessors	আরবি থেকে বাংলা	প্রেজেন্টেড ইন সৌদি অ্যারাবিয়ান টিভি, চ্যানেল-২	১৯৯৭ ১৯৯৮	ঐ
০৭	একজন জাপানী মহিলার দৃষ্টিতে পর্দা	ইংরেজি থেকে বাংলা	ইশাআতে ইসলাম কুতুবখানা,ঢাকা	২০০০	খাওলা নিকিতা
০৮	ইযহারুল হক্ক	আরবি থেকে বাংলা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ	২০০৮	আল্লামা রহমতুল্লাহ কিরানবী
০৯	মুসনাদ আহমদ (আংশিক)	আরবি থেকে বাংলা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ		ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল
১০	ফিকহুস সুনানি ওয়াল আসার	আরবি থেকে বাংলা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ		মুফতি আমিমুল ইহসান

গ. প্রবন্ধ/আর্টিকেল **Articles**

নং	প্রবন্ধের নাম	ভাষা	যে জার্নালে ছাপা হয়েছে
০১	القاضي عياض وآثاره العلمية	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol. 7, No2, June 1999
০২	أبو جعفر النحاس وجهوده في الوقف والابتداء	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol. 8, No-1, Dec. 1999
০৩	النحو والقراءات القرآنية في إعراب القرآن لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس	আরবি	The Dhaka University Arabic Journal, Volume 5, No 6, June 2000
০৪	مناهج التعليم الإسلامي ومدارسها في بنغلاديش: تاريخ ومقارنة	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol. 8, No-2, June 2000
০৫	الإمام ابن حبان وصحيحه	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 9, No1, Dec. 2000
০৬	ابن عدي الجرجاني وجهود في علم الجرح والتعديل من خلال كتابه: الكامل في ضعفاء الرجال	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 9, No2, June. 2001
০৭	النقد الحديثي في القرن الأول الهجري	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 10, No1, Dec. 2001

০৮	نظام الخراج في الإسلام	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 10, No2, June. 2002
০৯	পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী : একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা	বাংলা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, ৪২ বর্ষ ৪থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩; পুনমুদ্রণ ৪৩ বর্ষ ৪থ সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৪
১০	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উশর: একটি প্রায়োগিক বিশ্লেষণ	বাংলা	Islamic Banks' Central Shariah Board Journal, 1st Issue, March-2004
১১	হাদীসের বিশুদ্ধতা যাচাই: রাসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশ ও সাহাবীগণের কর্মপদ্ধতি	বাংলা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিক, ৪৪ বর্ষ ৩য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুন ২০০৩; পুনমুদ্রণ ৪৩ বর্ষ ৪থ সংখ্যা, জানুয়ারিব-মার্চ-২০০৫
১২	مصطلحات المحدثين للدلالة على الحديث المنسوب إلى النبي كَذِباً	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 11, No1, Dec. 2002
১৩	রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র কবর যিয়ারত: একটি হাদীস-তাত্ত্বিক পর্যালোচনা	বাংলা	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 11, No2, June. 2003
১৪	عدد ركعات قيام الليل والتراويح: دراسة حديثية نقدية	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 12, No1, Dec. 2003
১৫	হাদীসের নামে মিথ্যা : পরিচয় ও প্রকারভেদ	বাংলা	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 12, No2, June. 2004
১৬	خطبة الجمعة في ضوء السنة: دراسة حديثية فقهية	আরবি	Journal of The Islamic University Studies (Part-A), Vol 13, No1, Dec. 2004
১৭	হাদীস সমালোচনা ও নিরীক্ষা: মুহাদ্দিসগণের পদ্ধতি	বাংলা	Journal of The Department of Al-Hadith & Islamic Studies, Vol 1, No1, June 2006
১৮	হাদীসের সনদ: মৌখিক বর্ণনা বনাম পাণ্ডুলিপি নির্ভরতা	বাংলা	Journal of The Institute of Islamic Education & Research Vol 1, No1, June 2006
১৯	Role of Islamic Universities of the Modern age towards Islamization of Knowledge	ইংরেজি	IIUC Business Review, Volume 1, August 2006

২০	ইসলামের ইতিহাসে সন্ত্রাস জঙ্গীবাদ: একটি পর্যালোচনা	বাংলা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
২১	ইসলামের ইতিহাসে উগ্রপন্থী দল এবং তাদের সম্পর্কে সাহাবীগণের দৃষ্টিভঙ্গি	বাংলা	ইসলামী আইন ও বিচার পত্রিকা, ২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৬
২২	আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কিরানবী: ইসলাম প্রচারে তাঁর অবদান	বাংলা	ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৭
২৩	Law of War and Force: the Perspective of Al-Quran and the Bible	ইংরেজি	Journal of The Institute of Islamic Education & Research Vol 1, No 2, June 2007

ঘ. সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ

নং	প্রবন্ধের নাম	ভাষা	সেমিনার/ওয়ার্কশপ
০১	Bangladesh's Experience in the Field of Islamic Education and Arabic Language	আরবি	Submitted and Read in (Regional Training Session for Guidance Counsellor in the Field of Islamic Education and Arabic Language), Organized by ISESCO (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization) with cooperation of Ministry of Religious Affairs, Indonesia, during 11-16, Oct 1999, at Malang, Indonesia.